



12658 - ইতকিাফরে ক্ষত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ

প্রশ্ন

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ইতকিাফ করার আদর্শ জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইতকিাফ করার ক্ষত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ হচ্ছে অধিক পরিপূর্ণ ও অধিকতর সহজ।

তিনি লাইলাতুল ক্বদরের সন্ধানে— একবার প্রথম দশদনি ইতকিাফ করছেন; তারপর মাঝরে দশদনি ইতকিাফ করছেন; এরপর তাঁর কাছে প্রতিয়মান হয়েছে যে, লাইলাতুল ক্বদর শেষে দশকে। এর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি শেষে দশকে ইতকিাফ করে গেছেন। একবার তিনি শেষে দশকে ইতকিাফ করতে পারেননি। তাই শাওয়াল মাসে সটোর কাযা পালন করছেন। শাওয়াল মাসের প্রথম দশকে তিনি ইতকিাফ করছেন। [সহি বুখারী ও সহি মুসলিম]

যে বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে মৃত্যু হয়েছে সে বছর তিনি ২০ দনি ইতকিাফ করছেন। [সহি বুখারী (২০৪০)]

এর কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আয়ু শেষে হয়ে আসার বিষয়টি জানতে পরেছিলেন; তাই তিনি নিকীর কাজ বেশি করতে চেয়েছেন। যাতা করে তাঁর উম্মতের কাছে এ বিষয়টি তুলে ধরতে পারেন যে, যখন তারা শেষে বয়সে পৌঁছবে তখন তারা যেন আমলের ক্ষত্রে পরিশ্রমী হয়; যাতা করে তারা তাদের সর্বোত্তম অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে।

অন্য মতে, এর কারণ হল প্রত্যেকে রমযান মাসে জব্রাইল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে একবার কুরআন পুনরাবৃত্তি করতেন। যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করছেন সে বছর দুইবার পুনরাবৃত্তি করছেন। তাই তিনি যতটুকু সময় ইতকিাফ করতেন তার দ্বিগুণ সময় ইতকিাফ করছেন।

তবে সবচেয়ে মজবুত অভিমত হলো— তিনি সেই বছর বশিদ্দিনি ইতকিাফ করছেন। কারণ আগের বছর তিনি মুসাফির ছিলেন। এর সপক্ষে প্রমাণ করে নাসাঈ, আবু দাউদ ও ইবনে হিব্বান প্রমুখ কব্বলতি উবাই বনি কাব (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিস; হাদিসটির ভাষ্য আবু দাউদের: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানরে শেষে দশকে ইতকিাফ করতেন।



একবছর তিনি সফরে থাকায় ইতকিফ করনেন। তাই পররে বছর তিনি বিশিদিন ইতকিফ করছেন।"[ফাতহুল বারী থেকে সমাপ্ত]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট আকৃতির তাবু পাতার নরিদশে দতিনে। মসজদি তর জন্য এটি পাতা হত। তিনি তাতে অবস্থান করতনে এবং মানুষ থেকে বচিছনিন থেকে তাঁর রবরে অভিমুখী হতনে। যাতে করে নরিজনতার বাস্তব রূপ পূরণ হয়।

একবার তিনি তুরকি তাবু (ছোট তাবু)-তে ইতকিফ করছেন এবং তাবুর মুখে একটা ছাটাই দিয়ে রেখেছিলেন। [সহি মুসলমি (১১৬৭)]

ইবনুল কাইয়মে (রহঃ) যাদুল মাআদ গ্রন্থে (২/৯০) বলছেন:

"এ সবকছু করছেন যাতে করে ইতকিফরে উদ্দেশ্য ও প্রাণ হাছলি হয়। এটি ছিলি অজ্ঞে লোকরো যা করে তথা ইতকিফকে মলোমশো ও সাক্ষাৎপ্রার্থীদরে সাক্ষাৎস্থল হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাদরে মাঝে খোশ আলাপ জুড়ে দয়ো— এ সবরে সম্পূর্ণ বপিরীত। এ ধরণরে ইতকিফরে এক রঙ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ইতকিফরে আরকে রঙ।"[সমাপ্ত]

তনিসারাক্ষণ মসজদি অবস্থান করতনে। শুধু প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া মসজদি থেকে বরে হতনে না। আয়শো (রাঃ) বলেন: "যখন তিনি ইতকিফে থাকতনে তখন প্রয়োজন ছাড়া বাসায় আসতনে না।"[সহি বুখারী (২০২৯) ও সহি মুসলমি (২৯৭)] মুসলমিরে অপর এক রেওয়াজতে আছে: "মানবকি প্রয়োজন ছাড়া"। ইমাম যুহরী এর ব্যাখ্যা করছেন: পশোব ও পায়খনার প্রয়োজন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরষিকার-পরচিছন্নতা রক্ষা করে চলতনে। তিনি আয়শো (রাঃ) এর কামরার দকি মাথা ঢুকিয়ে দতিনে। আয়শো (রাঃ) তাঁর মাথা ধুয়ে চরিনিকরে দতিনে।

আয়শো (রাঃ) থেকে বরণতি তিনি বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজদি ইতকিফে থাকাবস্থায় আমার দকি তাঁর মাথা ঢুকিয়ে দতিনে। আমি হায়ে অবস্থা নিয়ে তাঁর মাথা আঁচড়িয়ে দতিম।[সহি বুখারী (২০২৮) ও সহি মুসলমি (২৯৮)] সহি বুখারী ও মুসলমিরে অপর রেওয়াজতে আছে: "আমি তাঁর মাথা ধুয়ে দতিম"।

হাফযে ইবনে হাজার বলেন:

"এ হাদসি মাথা আঁচড়ানোর অধিকৃত হিসেবে পরষিকার-পরচিছন্নতা, সুগন্ধি ব্যবহার, গোসল করা, মাথা মুণ্ডন করা, পরপিটি হওয়া ইত্যাদি জায়ে হওয়ার পক্ষে প্রমাণ রয়েছে। জমহুর আলমেরে অভিমত হচ্ছ— মসজদি যা কছু করা মাকরুহ



কবেল সবে সব ছাড়া ইতকিফ অবস্থায় অন্যসব কিছু করা মাকরুহ নয়।[সমাপ্ত]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ ছিল তিনি ইতকিফে থাকাবস্থায় কোন রোগী দেখতে যেতেন না, কোন জানাযার নামাযে শরীক হতেন না। যাতা করে আল্লাহ তাআলার আরাধনায় পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারেন এবং ইতকিফের গুঢ় রহস্য বাস্তবায়ন করতে পারেন। আর তা হল: মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ অভিমুখী হওয়া।

আয়শো (রাঃ) বলেন: "ইতকিফকারীর জন্য সুন্নত হল— রোগী দেখতে না যাওয়া, জানাযার নামাযে না যাওয়া, কোন নারীকে স্পর্শ না করা ও শৃঙ্খার না করা এবং একান্ত যে প্রয়োজনে বের না হলে নয়; এমন প্রয়োজন ছাড়া বের না হওয়া।"[সুনানে আবু দাউদ (২৪৭৩), আলবানী হাদিসটিকে সহিহ সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে সহিহ বলেছেন]

"কোন নারীকে স্পর্শ না করা ও শৃঙ্খার না করা" এর দ্বারা আয়শো (রাঃ) সহবাস বুঝাতে চেয়েছেন— শাওকানী নাইলুল আওতার গ্রন্থে এ কথা বলেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতকিফে থাকাবস্থায় তাঁর কোন এক স্ত্রী তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। যখন তাঁর স্ত্রী চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন তখন তিনিও তাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য তার সাথে উঠে দাঁড়ালেন। এটি ছিল রাতের বেলোয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী সাফিয়্যা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশকে মসজিদে ইতকিফ করাকালে তিনি তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন। তিনি কিছু সময় তাঁর সাথে কথা বলেন। এরপর চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাকে পৌঁছে দেয়ার জন্য তা সাথে উঠে দাঁড়ান।[সহিহ বুখারী (২০৩৫) ও সহিহ মুসলিম (২১৭৫)]

সারকথা হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতকিফের বৈশিষ্ট্য ছিল সহজতা ও কাঠনিয়বহীন। গোটো সময় ছিল আল্লাহর যিকির, তাঁর ইবাদত ও লাইলাতুল ক্বদরের সন্ধানে মশগুল।

[দখুন: ইবনুল কাইয়্যমে-এর 'যাদুল মাআদ' (২/৯০), ড. আব্দুল লতফি বালতু-এর 'আল-ইতকিফ: নায়রা তারবাওয়িয়াহ']